صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ

صلاتنا فى ضوء حديث النبى صلى الله عليه وسلم

সুন্নাহ্‌র আলোকে আমাদের নামায

সংকলন

(মুফতী) মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আযম

মুহতামীম, উম্মুলকুরা তা'লীমুল কুরআন মাদরাসা, মিরপুর-ঢাকা

মহাসচিব, হুফ্‌ফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হিফজ শিক্ষা বোর্ড

খতীব, হাউজিং স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ

মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৩

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

ভূমিকা..০৭
মিসওয়াকের ফজীলত এবং অযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নত.......১১
অযুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া ও তার ফজীলত..........................১২
ডান দিক থেকে অযু করা...১৩
পরিপূর্ণ অযুর বিবরণ..১৩
আঙ্গুল এবং দাঁড়ি খেলাল করা...১৫
অযুর পর দুআ..১৬
আযান...১৭
আযানের জবাবে কি বলবে?..১৮
আযানের দুআ...২০
জামাতের ফজীলত..২০
কাতার সোজা করা...২১
প্রথম কাতার পুরা করা..২৪
ইকামাত..২৪
নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা..২৫
তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো এবং পুরুষ ও
মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য...২৭
তাকবীরে তাহ্রীমার সময় হাতের আঙ্গুল খোলা রাখা...............২৮
ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা...২৯
নাভীর নীচে হাত বাঁধা..২৯
ছানা পড়া..৩১
আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া.......................................৩২
সূরা ফাতেহা পড়া...৩৩
আমীন বলার ফজিলত...৩৪
আমীন আস্তে বলা...৩৫
প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মেলানো.........৩৬
ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বেরাত না পড়া...............................৩৭

রুকু সেজদার সময় তাকবীর বলা..................................৩৯
রুকুতে যাওয়ার সময় হাত না উঠানো..................................৪০
রুকুর অবস্থা..................................৪২
রুকুতে তাসবীহ পাঠ করা..................................৪৩
রুকু থেকে মাথা উঠাবার সময় দুআ..................................৪৪
ধীরস্থির সহকারে রুকু সেজদা ইত্যাদি আদায় করা..................................৪৫
সেজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাঁটু উভয় হাতের আগে
মাটিতে রাখা..................................৪৬
সেজদার অবস্থা..................................৪৭
মহিলাদের সেজদার পদ্ধতি..................................৪৮
সেজদার তাসবীহ..................................৫০
দুই সেজদার মাঝে কিভাবে বসতে হয়..................................৫১
মহিলাদের বসার পদ্ধতি..................................৫২
প্রথম রাকাতে না বসে দাঁড়ানো..................................৫৩
দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে কেরাত..................................৫৪
তাশাহুদের সময় কিভাবে বসবে..................................৫৪
তাশাহহুদ..................................৫৫
শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করা..................................৫৬
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ..................................৫৮
সালাম ফিরানোর পূর্বে দুআয়ে মাছুরা..................................৫৯
সালাম ফিরানো..................................৫৯
ফরজ নামাযের পর জিকির..................................৬০
ফরজ নামাযের পর দুআ..................................৬১
দুআর সময় হাত উঠানো..................................৬২
নামাযে যেসব কাজ করতে নবীজি নিষেধ করেছেন..................................৬৩
সাহু সেজদা..................................৬৫
বিতিরের অধ্যায়..................................৬৬
দুআয়ে কুনুত..................................৬৭
তারাবীহ নামাযের অধ্যায়..................................৭২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ابواب صفة الصلاة

باب فضل السواك وسنيته عند الوضوء

মিসওয়াকের ফজীলত এবং অযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নত

(1) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»

(رواه النسائى: باب الترغيب فى السواك 5/1)

(১) হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। (নাসায়ী শরীফ, ১/৫)

(2) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّه قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَّشُقَّ عَلى أُمَّتِه لَاَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ»

(رواه الإمام مالك فى الموطأ : باب ما جاء فى السواك ص 23
والحاكم فى المستدرك : 146/1)

(২) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর কষ্টদায়ক না হত, তাহলে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে প্রত্যেকবার অযুর সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতেন।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ. ২৩;
মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/১৪৬)

باب التسمية عند الوضوء وفضلها

অযুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া ও তার ফজীলত

(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَظَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوْءًا فَلَمْ يَجِدُوْهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَه فِي الْإِنَاءِ الَّذِيْ فِيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ تَوَضَّؤُوْا بِسْمِ اللهِ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِه وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُوْنَ

(رواه البيهقى فى السنن الكبرى: باب التسمية عند الوضوء, 43/1

والنسائى فى سنن الصغرى فى باب التسمية عند الوضوء, 11/1)

(১) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত যে, (একদা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ অযুর জন্য পানি তালাশ করলেন কিন্তু পেলেন না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এখানে এস। তখন আমি দেখলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানির পাত্রে স্বীয় হাত ঢুকিয়েছেন। সেই পাত্রে পানি ছিল সামান্য। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সবাই (এই পানি দিয়ে) বিসমিল্লাহ বলে অযু কর। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি দেখলাম যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলগুলোর মাঝখান দিয়ে পানি বের হচ্ছে আর উপস্থিত সকলে অযু করছে।

(সুনানে বায়হাকী, ১/৪৩; সুনানে নাসায়ী, ১/১১)

(2) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تُطَهِّرُ جَسَدَه كُلَّه وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضَعَ الْوُضُوْءِ

(رواه البيهقى فى السنن الكبرى: باب التسمية عند الوضوء, 45/1

والدار قطنى فى سننه, باب التشهد بعد الوضوء, رقم: 231)

(২) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে অযু করবে তার সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হবে। আর বিসমিল্লাহ ব্যতীত যে অযু করে তার শুধু অযুর অঙ্গগুলো পবিত্র হবে। (সুনানে বায়হাকী, ১/৪৩; সুনানে দারা কুতনী, হা. ২৩১)

باب التيمن فى الوضوء

ডান দিক থেকে অযু করা

মাসআলা : ডান দিক থেকে অযু করা সুন্নত। যেমন হাদীস শরীফে আছে–

(1) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِه وَنَعْلِه وَتَرَجُّلِه»

(رواه النسائى: باب التيمن فى الطهور, 72/1)

(১) হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জনের সময়, জুতা পরার সময় ও চুল আঁচড়ানোর সময় যথাসম্ভব ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। (নাসায়ী শরীফ, ১/৭২)

باب صفة الوضوء الكامل

পরিপূর্ণ অযুর বিবরণ

(1) عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّه رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِه، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَه فِي الوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَه ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلٰى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ

ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَه، غَفَرَ الله لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»

(رواه البخارى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا, 27/1)

(১) হযরত হোমরান হতে বর্ণিত যে, তিনি ওসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. কে দেখেছেন যে, তিনি (অযু করার জন্য) পানির একটি পাত্র আনালেন এবং উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর (যেহেতু পানি উঠানোর অন্য কোনো ছোট পাত্র ছিল না) ডান হাত পাত্রের মধ্যে দিলেন এবং (হাত দ্বারা পানি উঠিয়ে) কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন ও তিনবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাছাহ করলেন এবং (সর্বশেষ) পা দুটি টাখনুসহ তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর হযরত ওসমান রাযি. বললেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই অযুর মতো অযু করবে এবং তারপর দুই রাকাত নামায এভাবে পড়বে যে, তার অন্তর নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও না যায়, তাহলে তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ, ১/২৭)

(2) عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ «فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلٰى يَدِه الْيُمْنٰى، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَه ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَه الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَه الْيُسْرٰى ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَه فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِه وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ

السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ»

(رواه ابو داود: باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم, 14/1)

(২) হযরত ইবনে আবি মুলায়কা রাযি. বলেন, আমি হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. কে দেখেছি যে, তাঁর কাছে অযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন, পানি আনা হল। তিনি (প্রথমে) পানি ডান হাতের ওপর ঢাললেন তারপর ডান হাত দ্বারা পানি নিয়ে তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর ডান হাত তিনবার এবং বাম হাত তিনবার (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন তারপর পানি নিয়ে মাথা এবং কানের অগ্র ও পশ্চাত ভাগ একবার মাছাহ করলেন। তারপর পা দুটি ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, অযু সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা কোথায়? এভাবে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করতে দেখেছি। (আবু দাউদ শরীফ, ১/১৪)

باب تخليل الاصابع واللحية

আঙ্গুল এবং দাঁড়ি খেলাল করা

মাসআলা : অযুর মধ্যে আঙ্গুল এবং দাঁড়ি খেলাল করা সুন্নত। যেমন হাদীসে আছে–

(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»

رواه الترمذى: باب فى تخليل الاصابع, 16/1

قال إبو عيسى هذا حديث حسن غريب

(১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি অযু কর তখন হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খেলাল কর। (তিরমিযী শরীফ, ১/১৬)